ইউনিট ৩: সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

ভূমিকা

সাধারণত একটি গবেষণা বা থিসিসের তাত্ত্বিক কাঠামো ও যৌক্তিকতা প্রদানের জন্য সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষক যে বিষয়ের উপর গবেষণা করছেন সে সম্পর্কে নবতর ও উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সংযোজন করা সম্ভব হয়। সাহিত্য পর্যালোচনা কোন বিষয়ের উপর গবেষকের জ্ঞান কতটুকু গভীর তা পাঠকের কাছে তুলে ধরে এবং গবেষণাটি বর্তমান জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোথায় কতটুকু অবদান রাখবে সে ব্যাপারে ইংগিত প্রদান করে।

সাহিত্য পর্যালোচনা বলতে পঠিত নিবন্ধসমূহের নিছক সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন বোঝায় না। সার-সংক্ষেপ সাহিত্য পর্যালোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, তবে সাহিত্য পর্যালোচনা সার সংক্ষেপকরণের কাজকে ছাড়িয়ে যায়। এ অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াবলির ধারণা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই ইউনিটে ৫টি পাঠ সন্নিবেশ করা হয়েছে। পাঠগুলো হলো–

পাঠ ৩.১: সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা: ধারণা, গুরুত্ব ও উৎস
পাঠ ৩.২: সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার ধাপসমূহ
পাঠ ৩.৩: সাহিত্য পর্যালোচনায় সফ্টওয়্যার ব্যবহার
পাঠ ৩.৪: তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করার গুরুত্ব এবং রচনা চুরি ও এর প্রতিরোধ
পাঠ ৩.৫: APA রীতি অনুসরণে তথ্যসূত্র উল্লেখকরণ

পাঠ ৩.১ : সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা: ধারণা, গুরুত্ব ও উৎস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সাহিত্য পর্যালোচনা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার উৎসগুলো নির্দেশ করতে পারবেন।

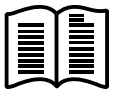

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা বলতে বিভিন্ন বই, জার্নাল, রিপোর্ট ও রেফারেন্স সামগ্রী সংগ্রহ, নির্বাচন এবং পাঠ করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ আপনার নির্বাচিত গবেষণা বিষয়ের পরিধি বা আওতার মধ্যে পড়ে এমন সব বিষয়বস্তুর (সাহিত্যের) অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন করাকে সাহিত্য পর্যালোচনা বলা হয়। সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে আপনি যে বিষয়ের উপর লিখছেন সে সম্পর্কে নবতর ও উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সংযোজন করা সম্ভব হয়। সাহিত্য পর্যালোচনা কোন বিষয়ের উপর আপনার জ্ঞান কতটুকু গভীর তা পাঠকের কাছে তুলে ধরে, এবং আপনার গবেষণা বর্তমান জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোথায় কতটুকু অবদান রাখবে সে ব্যাপারে ইংগিত দেয়। সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা এবং গবেষণা পর্যালোচনা এক কথা নয়। একটি একাডেমিক গবেষণা পত্রের প্রধান ফোকাস হলো নতুন কোন যুক্তির বিকাশ সাধন করা, অন্যদিকে সাহিত্য পর্যালোচনার ফোকাস হলো একটি গবেষণা পত্রে নতুন কোন অবদান বা অন্তর্দৃষ্টির স্বপক্ষে ভিত্তি ও সমর্থন গড়ে তোলা। তবে সাহিত্য পর্যালোচনার মূল ফোকাস হলো অন্যদের ধারণা এবং যূক্তির সার সংক্ষেপ করা।

সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা প্রায় সবসময় কোন থিসিস বা গবেষণা পত্রের একটি প্রামাণ্য (স্ট্যান্ডার্ড) অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। সাহিত্য পর্যালোচনা হলো থিসিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যেখানে গবেষণার পটভূমি এবং গবেষণাটি পরিচালনার পক্ষে যুক্তি প্রদান করা হয়। তাই কোন গবেষণায় এই অধ্যায়টির অনুপস্থিতি একটি প্রধান উপাদানের শূন্যতা বা ভ্রান্তি বলে গণ্য করা হয়। গবেষণা প্রকল্প শুরুর আগে সাহিত্য পর্যালোচনার উপর সময় ও শ্রম ব্যয় করার যথেষ্ট কারণ আছে।

Bourner (১৯৯৬)-এর মতে এই কারণগুলো হলো:

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে নিম্নরূপ তথ্যাদি পাওয়া যায়:

- সমস্যা ও সংশ্লিষ্ট ধারণা সম্পর্কিত তথ্য ও পটভূমি।
- সমস্যার অস্তিত্ব এবং সমস্যার সম্ভাব্য কারণসমূহের ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব।
- সমস্যার অস্তিত্ব এবং গম্ভীরতা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য।
- সমস্যা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণার সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ।
- অধ্যয়নের জন্য আরও সংশ্লিষ্ট গবেষণাসমূহের সুপারিশ।

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা কেন প্রয়োজন?

গবেষণা ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। নিচে কয়েকটি সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করা হল। সাহিত্য পর্যালোচনা–

- নির্বাচিত গবেষণা এলাকার অন্তর্ভুক্ত সাহিত্য জরিপ করে।
- বর্তমান জ্ঞানের ফাঁক বা শুন্যতা চিহ্নিত করে।
- গবেষণা সমস্যা চিহ্নিত এবং সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করে।
- কোন সমস্যার উপর গবেষণা করার যৌক্তিকতা প্রদান করে।
- পূর্বে পরিচালিত গবেষণাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করে এবং কোন গবেষণা অযথা পূনর্বার করা রোধ করে।
- গবেষণার জন্য একটি তাত্ত্বিক ভিত্তির উৎস হতে পারে, অন্যরা ইতোমধ্যে যেখানে পৌঁছেছেন সেখান থেকে অর্থাৎ সেই প্ল্যাটফর্ম বা ভিত্তির উপর নতুন জ্ঞান ও ধারণা নির্মাণ করতে সহায়তা করে।
- গবেষণা সমস্যার ধারণা সংগঠনে, গবেষণা সংশ্লিষ্ট চলকগুলো (ভেরিয়েবল) সঠিকভাবে শনাক্তকরণে ও কার্যকরি সংজ্ঞা প্রদানে গবেষককে সাহায্য করে।
- গবেষণার প্রাসঙ্গিক হতে পারে এ ধরনের তথ্য এবং ধারণা চিহ্নিত করে।
- গবেষণার প্রাসঙ্গিক হতে পারে এমন সব পদ্ধতি চিহ্নিত করে।
- গবেষণা উপকরণ প্রণয়নে ও পরিমার্জনে সাহায্য করে।
- উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পাঠ প্রদান করে।
- একই ক্ষেত্রে অন্যান্য যারা কাজ করছে তাদের (গবেষকদের) নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করে।
- গবেষককে বুদ্ধিদীপ্ত কাজের কনটেক্সট প্রদান করে যাতে সে অন্যদের কাজের মধ্যে নিজের অবস্থান গড়ে তুলতে পারে।
- গবেষণা বিষয়ের উপর কোন প্রতিবাদী মতামত থাকলে তা চিহ্নিত করে।

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা কখন শুরু করা প্রয়োজন?

গবেষণা সমস্যা চিহ্নিত ও সংজ্ঞা প্রদান করার সময় গবেষককে প্রমাণ বা যুক্তি দেখাতে হবে যে সমস্যাটি সত্যিই বিদ্যমান এবং অনুসন্ধানযোগ্য। গবেষণা প্রশ্ন বা উদ্দেশ্য চূড়ান্ত করার আগেই গবেষকের জানা প্রয়োজন সমস্যাটি সম্পর্কে ইতোমধ্যে কী কী জানা গেছে বা আগের গবেষকগণ কী পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং কোন প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া এখনো গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে ধারণা গঠনকালীন সময়েই সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার কাজ শুরু করা উচিত।

গবেষণা সমস্যার অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য এবং সমস্যা সংশ্লিষ্ট চলকগুলোর (ভেরিয়েবলস) মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য গবেষকগণ যেসব তত্ত্ব উল্লেখ করেন সেগুলোর উৎস সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার রেফারেন্স বই থেকে পাওয়া যেতে পারে। তাই, গবেষকগণ গবেষণা কার্যক্রম শুরুর প্রথম পর্যায়ে পর্যাপ্ত সাহিত্য অধ্যয়নের কাজ সমাপ্ত করে থাকেন ।

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার উৎস

সাহিত্য পর্যালোচনা শুরু করার আগে আপনাকে জানতে হবে, আপনি কি খুঁজে বের করতে চান। প্রথম কাজ হলো আপনার বিষয় বা গবেষণা প্রকল্প নির্ধারণ করা। নিশ্চিত হোন যে আপনি মূল ধারণাগুলো বুঝতে পেরেছেন এবং গুরুত্বপুর্ণ শব্দ ও প্রতিশব্দগুলোর একটি তালিকা তৈরি করেছেন। এটি আপনার গবেষণা কৌশল বিকশিত করতে সাহায্য করবে। এবার আপনার কাজ হবে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য উৎস শনাক্ত করা, এ কাজে আপনাকে সৃজনশীল হতে হবে। আপনার এই অনুসন্ধান কাজে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে লাইব্রেরি ইনডেক্স, ইলেকট্রনিক উপাত্ত এবং ইন্টারনেট। আপনার বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বইপত্র এবং জার্নাল সংরক্ষিত হয় এমন এক বা একাধিক লাইব্রেরির সাথে সংযোগ রক্ষা করুন। আপনি আন্ত:গ্রন্থাগার সহায়তার জন্য লাইব্রেরি কর্মীদের পরামর্শ নিতে পারেন।

জার্নাল: সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণাসমূহ অনুসন্ধানের সেরা জায়গা হলো জার্ণাল, তবে মনে রাখবেন যে এখন অনেক পত্রিকা/জার্ণাল শুধুমাত্র অনলাইন প্রকাশিত হয়।

সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন: বর্তমান বা সাময়িক তথ্য ও নিবন্ধের জন্য একটি ভাল উৎস হলো সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন, উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি একটি ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লিখতে চান তাহলে আপনি ইকোনমিস্ট, ফরচুন এবং হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ-এর মধ্যে দরকারী তথ্য খুঁজে পেতে পারেন।

অতিরিক্ত উৎস: লাইব্রেরি শুধু বই এবং পত্রিকা ধারণ করে না, অনেক অপ্রকাশিত সংকলন এবং এমএও পিএইচডি থিসিস ধারণ করে যা আপনার বিষয়ের প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

সম্মেলন কাগজপত্র: সম্মেলনে উপস্থাপিত কাগজপত্র অনেক সময় পেপার কাটিং গবেষণাপত্র হিসেবে জার্ণালের মত সংগ্রহ করা হয়। এসব কাগজপত্র প্রায়ই পত্রিকায়, সাময়িকীর বিশেষ সংস্করণে এবং ইন্টারনেটে প্রকাশিত হয়।

জাতীয় ও স্থানীয় সরকার প্রকাশনা: বিভিন্ন প্রকাশনা যেমন রিপোর্ট, ইয়ার বুকস, শ্বেতপত্র/সবুজপত্র, নীতিপত্র, ম্যানুয়াল ও পরিসংখ্যানগত সার্ভে এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রকাশকের ওয়েবসাইট: এই সাইটগুলো প্রায়ই সাম্প্রতিক প্রকাশনার সারাংশ এবং পুরো ইলেকট্রনিক টেক্সট জার্ণাল ধারণ করে।

ডেটাবেস: অনেক বিষয় এলাকার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনলাইন ডেটাবেস থাকে যেখানে সাম্প্রতিক নিবন্ধসমূহের তালিকা দেয়া থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশেটিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা কোন কাজটি করে?
   ক. গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে
   খ. বর্তমান জ্ঞানের ফাঁক/ শুন্যতা চিহ্নিত করে
   গ. গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে
   ঘ. গবেষণার উপসংহার প্রদান করে

২. কোনটি সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা বোঝায় না?
   ক. বিভিন্ন বই, জার্নাল, রিপোর্টও রেফারেন্স সামগ্রী নির্বাচন ও পাঠ
   খ. গবেষণা বিষয়ের পরিধি বা আওতাভুক্ত বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন
   গ. গল্প, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি পাঠ
   ঘ. গবেষণা বিষয়ের উপর বিস্তৃত পর্যালোচনা

৩. সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার কাজ কখন শুরু করা উচিত?
   ক. গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে ধারণা গঠনকালীন সময়
   খ. গবেষণা প্রশ্ন বা উদ্দেশ্য চূড়ান্ত করার পরে
   গ. গবেষণার প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি চিহ্নিত করার সময়
   ঘ. উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সময়

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। গ; ৩। ক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা এবং গবেষণা পর্যালোচনার মধ্যে পার্থক্য কী?
২. সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে কী কী তথ্য পাওয়া যায়?
৩. সাহিত্য পর্যালোচনার ফোকাস কী?
৪. সাহিত্য পর্যালোচনার অপ্রত্যক্ষ উৎস কী?

রচনামুলক প্রশ্ন

১. সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
২. সাহিত্য পর্যালোচনার বিভিন্ন উৎস উল্লেখ করুন।

পাঠ ৩.২ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার ধাপসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি সাহিত্য পর্যালোচনার–

- স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রধান ধাপগুলো কী তা বলতে পারবেন।
- বিষয় নির্বাচনের জন্য করণীয় দিকগুলো বলতে পারবেন।
- বিষয়বস্তু সংগঠিতকরণের উপায়গুলো বলতে পারবেন।
- বিষয়বস্তু সার সংক্ষেপকরণের বিবেচ্যদিকগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিষয়বস্তুর শব্দান্তর ও সংশ্লেষণকরণের বিবেচ্য দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

সাহিত্য পর্যালোচনার স্বরূপ

একটি ভাল সাহিত্য পর্যালোচনার জন্য যে বিষয়গুলো প্রয়োজন তা হলো ইনডেক্স এবং এবস্ট্রাক্ট ব্যবহারের জ্ঞান, পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জির অনুসন্ধান পরিচালনার সক্ষমতা, সংগৃহীত তথ্য অর্থপূর্ণভাবে সংগঠিত করার সক্ষমতা, প্রতিটি উৎসকে বর্ণনা, সমালোচনা ও অনুসন্ধান বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করা, সংগঠিত পর্যালোচনাটি যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা এবং সঠিকভাবে সব নির্দেশিত সূত্র উল্লেখ করা। গবেষণা ছাত্রদের সাহিত্য রিভিউ কাজে সহায়তা করার জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিগুলো বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এ প্রশিক্ষণে ইলেকট্রনিক উপাত্ত সংগ্রহ, রেকর্ডকরণ, ইন্টারনেট অনুসন্ধান, লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুসন্ধান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সাহিত্য পর্যালোচনার ধাপ

সাধারণত সাহিত্য পর্যালোচনার একটি ভূমিকা, একটি মধ্য বা প্রধান অংশ এবং একটি উপসংহার থাকে। অন্য যে কোন প্রবন্ধের মত সাহিত্য পর্যালোচনা কয়েকটি ধাপে গঠিত হলেও এর ধাপগুলো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ধাপগুলো অনুসৃত হয় তাহলো: বিষয় নির্বাচন, বিষয়বস্তু সংগঠিতকরণ, বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপকরণ এবং শব্দান্তর ও সংশ্লেষণকরণ। নিচে ধাপগুলো বিশদ বর্ণনা করা হলো:

ধাপ ১: বিষয় নির্বাচন

সাহিত্য পর্যালোচনার জন্য আপনার একাডেমিক (এমএড বা পিএইচডি) কোন বিষয় অথবা অন্য কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয় বাছাই করুন। অনলাইন ডাটাবেসের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করুন এবং গবেষণা ক্ষেত্রের জন্য প্রাসঙ্গিক ডাটাবে চিহ্নিত করুন, প্রাসঙ্গিক ডাটাবেস ব্যবহার করে সব সাহিত্য উৎস অনুসন্ধান করুন। উপযুক্ত সাহিত্য চিহ্নিতকরণের জন্য এবং আপনার অনুসন্ধান সুনির্দিষ্ট করার জন্য কিছু নির্দেশনা–

ডাটাবেসের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে অথবা আপনার অতীত কাজের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনা-নির্দেশক (ডেসক্রিপ্টর) দিয়ে শুরু করুন, এজন্য আপনাকে বিভিন্ন অনুসন্ধান প্রক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হতে পারে, কখনো শুধুমাত্র নথি শিরোনাম দিয়ে, আবার কখনো নথি এবং সারাংশ উভয় প্রকার শিরোনাম দিয়ে আপনাকে সন্ধান করতে হতে পারে।

- আপনার বিষয় শিরোনাম প্রয়োজনে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করুন। অনুসন্ধানের কাজ চলাকালে আপনার মনে হতে পারে পর্যালোচনার বিষয়টি খুবই বিস্তৃত হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আপনার নির্দিষ্ট আগ্রহ এলাকার মধ্যে বিষয়টি সংকীর্ণ করুন।
- অনুসন্ধানের সময় ল্যান্ডমার্ক বা ক্লাসিক বিষয় এবং তত্ত্ববিদগণকে চিহ্নিত করুন, এ থেকে আপনি আপনার বিষয়ের উপর অধ্যয়নের জন্য একটি কাঠামো/প্রসঙ্গ পেতে পারেন।

ধাপ ২: বিষয়বস্তু সংগঠিতকরণ

পর্যালোচনা লেখা শুরু করার আগে আপনার চিহ্নিত নিবন্ধগুলো বিশ্লেষণ ও সংগঠিত করা প্রয়োজন। এ জন্য আপনাকে যা যা করতে হবে তা হলো–

প্রবন্ধ পরিদর্শন: নিবন্ধগুলো নিষ্কাষণ করে সাধারণ উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর ধারণা পেতে চেষ্টা করুন (প্রতিটি প্রবন্ধের এবস্ট্রাক্ট, ভূমিকা, প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদ এবং উপসংহার পড়ার উপর ফোকাস দিন)। নিবন্ধগুলো বিষয়, টপিক এবং কালানুক্রমে শ্রেণিকরণ করুন।

নোট রেকর্ডকরণ: নিবন্ধগুলো পাঠের সময় কিভাবে বা কোন বিন্যাস (ফরম্যাট) অনুসরণ করে আপনি নোট রেকর্ড করবেন তা স্থির করে নিন।

- মূল টার্ম বা ধারণা সংজ্ঞায়িত করুন: কীভাবে মূল টার্মগুলোর সংজ্ঞায় পার্থক্য করা হয়েছে তা সন্ধান করুন।
- মূখ্য পরিসংখ্যানগুলো রেকর্ডকরণ যেন তা আপনি আপনার পর্যালোচনার ভূমিকায় ব্যবহার করতে পারেন, আপনার পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন এমন গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি নির্বাচন করুন।
- আপনি যদি একটি নিবন্ধ থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি কপি করেন, তবে নিবন্ধটির পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করুন (কারণ সরাসরি উদ্ধৃতির বেলায় সবসময় পৃষ্ঠা, রেফারেন্স দেয়া আবশ্যক), সবলতা ও দুর্বলতা নোট করুন। যেহেতু বিভিন্ন গবেষণা কোন ইস্যুর বিভিন্ন দিকে ফোকাস দিচ্ছে, প্রতিটি নিবন্ধ ভিন্ন ভিন্ন দিকের উপর জোর দিবে এবং সবলতা-দুর্বলতাও ভিন্ন থাকবে।
- বিভিন্ন নিবন্ধগুলোর সমালোচক হিসেবে আপনার ভূমিকা হবে আপনার পর্যালোচনা যেন একটি নিছক বর্ণনা না হয়, বরং একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ হয়।
- মূলধারা বা প্রবণতা চিহ্নিতকরণ: আপনার নির্বাচিত পরিসীমার নিবন্ধগুলো পর্যালোচনা করার সময় এগুলোর ট্রেন্ড এবং প্যাটার্ন নোট কানুন গবেষণার মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করুন। গবেষণার বিভিন্ন বিভাগ ও সম্পর্ক লক্ষ্য করুন, যেমন কোন গবেষণা যুগান্তকারী বা কোন গবেষণা পরবর্তী গবেষণাগুলোর নেতৃত্বে ছিল তা নোট করুন আপনার বিষয় উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন। নিশ্চিত হোন যে নিবন্ধগুলো প্রাসঙ্গিক এবং সরাসরি আপনার বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কভারেজ এবং সময়োপযোগিতার নিরিখে আপনার রেফারেন্স মূল্যায়ন করুন। আপনার রেফারেন্স তালিকার নিবন্ধগুলো আপটুডেট কিনা তা নিশ্চিত করুন।
- সাধারণত একটি পর্যালোচনা গত পাঁচ বছর সময়কাল কভার করে, কিন্তু এর পূর্বের কোন ল্যান্ডমার্ক স্টাডিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায় যদি তা গবেষণা ক্ষেত্রের কোন দিকের তাৎপর্যপূর্ণ রুপায়ণ সাধন করেন।

ধাপ ৩: বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপকরণ

এই ধাপে জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিটি নিবন্ধের অবদান কতটুকু তা চিহ্নিত করার বিষয়টি জড়িত। আপনি একটি সম্পূর্ণ নিবন্ধের সার-সংক্ষেপ দিতে পারেন বা নিবন্ধটি সম্পর্কে শুধু একটি সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স উল্লেখ করতে পারেন। একটি নিবন্ধ সংক্ষেপিত করার সময় নিম্নলিখিত প্রশ্ন বিবেচনা করুন:

- লেখকের উদ্দেশ্য কী?
- লেখকের অনুমিতিগুলো কী?
- লেখকের মূল বক্তব্য ও উপসংহার কী? কিভাবে তা সমর্থিত হয়েছে; কিভাবে তা সফল হয়েছে?

Galvan (২০০৬) আপনার পর্যবেক্ষণ ওভারভিউ করতে এবং তা সংগঠিত ও সংক্ষেপ করতে টেবিল গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন। এক বা একাধিক টেবিল আপনার সাহিত্য পর্যালোচনার সহায়ক হতে পারে। পর্যালোচনার অংশ হিসেবে টেবিল অন্তর্ভুক্ত করতে হলে প্রতিটি টেবিলের সাথে একটি বিবরণী দিন যেখনে টেবিলে দেয়া আপনার পর্যালোচনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও সংশ্লেষণ থাকবে। টেবিল ব্যবহার করার সুবিধা হল যে এটা বিভিন্ন নির্ণায়ক অনুযায়ী আপনার তথ্য সাজাতে সহায়ক হয়। (যেমন– তারিখ ও লেখক অনুসারে, অথবা পদ্ধতি ও তারিখ অনুসারে ইত্যাদি)। যেসব টেবিল আপনার পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিক হতে পারে তার কয়েকটির উদাহরণ:

১. টার্মস ও ধারণাবলির সংজ্ঞা;
২. গবেষণা পদ্ধতি;
৩. গবেষণা ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার।

ধাপ ৪: শব্দান্তর (প্যারাফ্রেসিং) ও সংশ্লেষণ করণ

আপনার নোট এবং সার-সংক্ষেপ টেবিল ব্যবহার করে চূড়ান্ত পর্যালোচনার একটি রূপরেখা তৈরি করুন।

Galvan (২০০৬) নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছেন:

আপনার সব নোট কীভাবে নিজের মত করে শব্দান্তর বা প্যারাফ্রেসিং করবেন এবং কীভাবে সংশ্লেষণ করবেন তা বিবেচনা করুন। প্রথমে পাঠকের কাছে আপনার যুক্তি ধারা (থিসিস) তুলে ধরুন, তারপর আপনার যুক্তির পক্ষে ব্যাখ্যা দিন আপনার যুক্তির পথ অনুযায়ী আপনার নোট পুনরায় সংগঠিত করুন আপনার লিপিবদ্ধ নোটে যে ছবি আছে তা কিভাবে একটি অনন্য বিশ্লেষণের সাহায্যে সংগঠিত করবেন তার পরিকল্পনা করুন। সাহিত্য পর্যালোচনা একগুছ গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করা নয়, Galvan-এর মতে গ্রন্থপঞ্জি হলো কোন বনের একটি গাছ বর্ণনা করার মত, আর সাহিত্য পর্যালোচনা হলো সত্যিই একটি বন বর্ণনা করার মত। সাহিত্য পর্যালোচনা একটি নতুন কিছু সৃষ্টি করার মত যা একটি নতুন বন গড়ে তোলার সাথে তুলনীয়। পর্যালোচনার শেষাংশে অদূর ভবিষ্যতে গবেষণার জন্য সুপারিশ প্রদান করুন ও উপসংহার উপস্থাপনের পরিকল্পনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোনটি সাহিত্য পর্যালোচনার ধাপ নয়?
ক. সার সংক্ষেপকরণ খ. তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান
গ. বিষয়বস্তু সংগঠিতকরণ ঘ. সংশ্লেষণকরণ

২. সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার শেষ ধাপ কোনটি?
ক. সার সংক্ষেপকরণ খ. তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান
গ. বিষয়বস্তু সংগঠিতকরণ ঘ. সংশ্লেষণকরণ

৩. মূলধারা বা প্রবণতা চিহ্নিতকরণের কাজ সাহিত্য পর্যালোচনার কোন ধাপের অন্তর্গত?
ক. বিষয় নির্বাচন খ. বিষয়বস্তু সংগঠিতকরণ
গ. সার সংক্ষেপকরণ ঘ. সংশ্লেষণকরণ

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। ঘ; ৩। খ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সাহিত্য পর্যালোচনার স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
২. সাহিত্য পর্যালোচনার প্রধান ধাপগুলো কী?
৩. উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিগুলো সাহিত্য পর্যালোচনা বিষয়ে কী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে?
৪. গ্রন্থপঞ্জি তৈরিকরণ এবং সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার মধ্যে পার্থক্য কী?
৫. বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ করার সময় কোন কোন দিকে লক্ষ্য করা হয়?

রচনামুলক প্রশ্ন

১. সাহিত্য পর্যালোচনার বিষয়বস্তু সংগঠিতকরণের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।
২. বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপকরণের বিবেচ্য দিকগুলো বর্ণনা করুন।
৩. বিষয়বস্তুর শব্দান্তর ও সংশ্লেষণকরণের বিবেচ্য দিকগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩.৩ সাহিত্য পর্যালোচনায় সফট্ওয়্যার ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষ হলে আপনি–

- কয়েকটি সফট্ওয়্যারের (কমপক্ষে ৬টি) নাম ও পরিচিতি দিতে পারবেন;
- কোন সফট্ওয়্যার কোন কাজে বেশি উপযোগী তা বলতে পারবেন;
- Excel, Evernote ও PowerPoint-এর বিশেষ গুরুত্ব বলতে পারবেন এবং
- EndNote এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা বলতে পারবেন

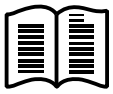

সফট্ওয়্যার নির্বাচন

একটি সঠিক সফট্ওয়্যার আমাদের কাজের গতি ও মান বাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে নানা ধরনের সফট্ওয়্যার, প্রোগ্রাম ও এগুলোর নতুন নতুন সংস্করণ রয়েছে। এগুলোর মধ্য থেকে একটি ভালো ও উপযোগী সফট্ওয়্যার নির্বাচন করা সমস্যা বৈকি, তাছাড়া একাজে অনেক সময়ও ব্যয় করতে হয়।

সাহিত্য পর্যালোচনার জন্য সবচেয়ে ভাল সফট্ওয়্যার কিভাবে নির্বাচন করা যায়? নিম্নলিখিত তিনটি নিয়ম সফট্ওয়্যার নির্বাচনে সহায়ক হতে পারে:

১. অসংখ্য ফাংশন আছে এমন সফট্ওয়্যার নয়, বরং একটি সহজ সফট্ওয়্যার যা বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে
২. এমন একটি সফট্ওয়্যার যা ডেটা সিঙ্ক (syncs) করতে পারবে
৩. এমন একটি সফট্ওয়্যার যা সহকর্মীদেরও পছন্দ হবে

নিচে কয়েকটি সফট্ওয়্যার উল্লেখ করা হলো যেগুলোর ব্যবহার সহজ ও স্বস্তিদায়ক হবে:

১। **Mendeley:** সাহিত্য ম্যানেজমেন্টের কাজে

সাহিত্য পর্যালোচনার সময় তিনটি কাজে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়: নিবন্ধ পাঠ, পর্যালোচনাকরণ এবং প্রকাশনার জন্য উদ্ধৃতির বিন্যাসকরণ। একাজে Mendeley সাহায্য করতে পারে। এটা একটি সহজ সফট্ওয়্যার, (ক) যা সাধারণত আপনার সহকর্মীরা ব্যবহার করে থাকে এবং (খ) আপনার ডেটা সিঙ্ক (syncs) করে।

২। **Evernote:** তথ্য প্লাবন সামলানোর কাজে

Evernote দুইটি কঠিন কাজ সহজে সাধন করে- এটা সকল ধরনের তথ্য যা আপনি এতে ফিড করেন সঞ্চয় করে এবং যখন আপনি এই তথ্য অনুসন্ধান করেন তখন তা খুঁজে বের করে। আপনি ইন্টারনেটে যা কিছু খুঁজে পান Evernote তার সাহায্যে নোট তৈরি করে (ফোন থেকে ফটো, স্ক্রীন ক্যাপচার ও PDF ফাইলসহ, সবকিছু এক জায়গায়)। আর এগুলো পেতে চাইলে শুধু একটি গুগল সার্চই যথেষ্ট।

Evernote একটি খুব সহজ সফটওয়্যার এবং একই সাথে খুব শক্তিশালী, তাই এটিকে লক্ষ-কোটি উপায়ে ব্যবহার করা যায়। Evernote এর পুরো সুফল পেতে চাইলে Evernote Essentials পাঠ করা প্রয়োজন।

৩। Dropbox: ফাইল ব্যাক আপ / শেয়ারিং / সিঙ্ক করার কাজে

যখন আপনার কম্পিউটারে ড্রপবক্স ইনস্টল করবেন তখন এটা 'ড্রপবক্স' নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করবে. এই ফোল্ডারের বিষয়বস্তু অন্য কম্পিউটারে ড্রপবক্স ফোল্ডার অথবা স্মার্টফোনের এবং ট্যাবলেটের 'ড্রপবক্স' অ্যাপের সঙ্গে সিঙ্ক্রোনাইজড হয়। উপরন্তু, আপনি অন্যান্য ড্রপবক্স ব্যবহারকারীদের সাথে একটি ফোল্ডার এবং তার বিষয়বস্তু শেয়ার করতে পারেন। আপনি আপনার সহযোগীদের সাথে একাধিক ফাইল শেয়ার করতে এই বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করতে পারেন।

৪। Word: লেখার কাজে

নিবন্ধ লেখা এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ,গবেষণা ও খসড়ার উপর মতামতের কাজ করেই অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়ে যায়। আপনি যদি ডিজিটাল ফিডব্যাক পেতে চান তাহলে সঠিক সফটওয়ার হিসেবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বেছে নিন।

৫। Excel: ডেটা ব্যবস্থাপনার কাজে

গবেষণার সময় আপনাকে কিছু তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও টেবিলে সংরক্ষণ করতে হয়। এছাড়া যোগ, বিয়োগ, শতাংশে, অনুপাত ইত্যাদি গণনা করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে একটি বহুল ব্যবহৃত সফট্ওয়্যার হলো এক্সেল।

৬। PowerPoint: স্লাইডস প্রদর্শনের কাজে

আজকাল সবাই পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে। অনেক সম্মেলনে শুধুমাত্র পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়। কারণএ ফরম্যাটটি ভাল কাজ করার গ্যারান্টি দেয়।

৭। ক্রোম: ইন্টারনেট ব্যবহার কাজে

ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে Chrome-এর মাধ্যমে করাই শ্রেয়। এটি একটি পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য ব্রাউজার। Chrome একটি সরল সফট্ওয়্যার যা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার হতে উত্তম।

উপরি উল্লিখিত সফট্ওয়্যারগুলোর মত সমধিক গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি সফট্ওয়্যার হলো NVIvo, Jotero ও EndNote, এগুলোর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। গবেষণা ক্ষেত্রে EndNote খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে EndNote-এর বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা উল্লেখ করা হলো।

EndNote কী?

EndNote® আপনাকে গবেষণা প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ গবেষণার বিষয় অনুসন্ধান, সংগঠন ও শেয়ার করতে এবং গবেষণা নিবন্ধ লিখতে ও গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করতে নিরন্তর সহায়তা দিতে সক্ষম। আপনার EndNote লাইব্রেরিকে আপনি ডেস্কটপে, অনলাইনে এবং আইপ্যাডে সিঙ্ক করতে পারেন। ফলে আপনার সব রেফারেন্স এবং সংযুক্তি যেকোন জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা যাবে।

EndNote এর বৈশিষ্ট্য

- রেফারেন্স এবং PDF ফাইলের জন্য শতশত অনলাইন রিসোর্স খোঁজ করে, যেমন- Web of Science, EBSCOhost, Ovid, ProQuest, JSTOR, PubMed ইত্যাদি
- 5000 এর বেশি স্টাইলে গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করে
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরোনো রেফারেন্সগুলি হালনাগাদ করে
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে গ্রন্থপঞ্জি তৈরি এবং ফরম্যাট করে
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেফারেন্স সংগঠিত করতে স্মার্ট গ্রুপ ব্যবহার করে

EndNote-**এর সুবিধা**

- ডেস্কটপ, আইপ্যাড এবং অনলাইন থেকে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়
- সহকর্মীদের সাথে রেফারেন্স শেয়ার করে
- এক ক্লিকে রেফারন্সের জন্য পূর্ণ টেক্সট খুজে বের করে
- পাণ্ডিত্যপূর্ণ পত্রিকায় পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার কাজ ত্বরান্বিত করে

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভাল সফটওয়্যার নির্বাচনের জন্য কি করা প্রয়োজন?

ক. সহকর্মীদের পছন্দের বাইরে কোন সফটওয়্যার খোজা
খ. বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহারকরা যায়এমন সফটওয়্যার খোজা
গ. কম দামের সফটওয়্যার খোজা
ঘ. অসংখ্যফাংশন আছে এমন সফটওয়্যার খোজা

২। ডেস্কটপ, আইপ্যাড এবং অনলাইন থেকে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় কোনটি?

ক. Mendeley
খ. EndNote
গ. Chrome
ঘ. Excel

৩। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, টেবিলে সংরক্ষণ ও নানা ধরনের গণনা করতে ব্যবহৃত হয় কোনটি?

ক. Word
খ. EndNote
গ. Chrome
ঘ. Excel

৪। Power Point কোন কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়?

ক. স্লাইডস প্রদর্শন
খ. ডেটা ব্যবস্থাপনা
গ. সাহিত্য ম্যানেজমেন্ট
ঘ. ওয়েব ব্রাউজিং

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। খ; ৩। ঘ; ৪। ক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভাল সফট্ওয়্যার কিভাবে নির্বাচন করবেন?
২. Word এবং Excel এর কাজের মধ্যে পার্থক্য কী?
৩. সাহিত্য ম্যানেজমেন্টের কাজে Mendeley-এর ভূমিকা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. Evernote তথ্য প্লাবন সামলানোর জন্য কি কি করে?
২. EndNote এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩.৪ তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করার গুরুত্ব এবং রচনা চুরি ও এর প্রতিরোধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সাহিত্য পর্যালোচনায় রেফারেন্সিং কী তা বলতে পারবেন;
- রেফারেন্সিং কেন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- গ্রন্থপঞ্জি (বিবলিওগ্রাফি) কী তা বলতে পারবেন;
- রচনা চুরি বলতে কী বোঝায় তা বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- রচনা চুরি প্রতিরোধের উপায় বলতে পারবেন।

রেফারেন্সিং কী?

রেফারেন্সিং হল একাডেমিক লেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আপনি যেসব উদ্ধৃতি, তত্ত্ব, ধারণা, ডায়াগ্রাম ইত্যাদি আপনার রচনায় ব্যবহার করেছেন সেগুলোর উৎস উল্লেখ করার প্রক্রিয়া হল রেফারেন্সিং। রেফারেন্সিং-এর মধ্য দিয়ে আমরা একটি নোট অথবা তথ্যসূত্র (রেফারেন্স) আকারে অন্য ব্যক্তির কথার, ধারণার বা মতামতের কৃতিত্ব দিই।

রেফারেন্সিং প্রয়োজন কেন?

আপনার কাজের রেফারেন্স উল্লেখ করার অনেকগুলো কারণ রয়েছে:

- প্রাসঙ্গিক উৎসের অনুসন্ধান করা হয়েছে তা প্রদর্শন করা।
- নিবন্ধ পাঠককে মূল উৎস খুঁজে পেতে সক্রিয় করা।
- যুক্তি উপস্থাপনের জন্য দালিলিক সহায়তা প্রদান করা।
- অন্য কারো ধারণা ব্যবহার বা নিজস্ব হিসাবে দাবি করা হয়নি তা প্রদর্শন করা।

আপনার কাজ যথাযথভাবে উল্লেখ করা হলে আপনাকে রচনা চুরির জন্য অভিযুক্ত করা হবে না। সুতরাং আপনি যদি কোনো কাজ বা কাজের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত, ভাষান্তর, সংক্ষেপ বা কপি করেন তবে তার স্বীকৃতি (রেফারেন্স) দিতে হবে। অবশ্য উদ্ধৃত বিষয়টি সাধারণ জ্ঞানের বিষয় হলে রেফারেন্স উল্লেখ করতে হবে না (যেমন– ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী অথবা ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)। রচনা চুরি খুব গুরুতর অপরাধ হিসেবে দেখা হয়। মনে রাখতে হবে যে রচনা চুরি শুধু সরাসরি অন্য ছাত্রের বা বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে শব্দ কপি নয়, রচনা চুরি বলতে মূল উৎস বা লেখককে কোন কৃতজ্ঞতা বা ঋণ স্বীকার না করে তার ধারণাকে নিজের শব্দে/ভাষায় রূপান্তরের কাজকেও বোঝায়। রচনা চুরি এড়িয়ে চলার চেয়েও অন্য একটি ইতিবাচক কারণে রেফারেন্সিং গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যখন কোন বিষয়ে সঠিকভাবে রেফারেন্স উল্লেখ করেন তখন তা নির্দেশ করে যে বিষয়টি আপনার ব্যাপকভাবে পড়া আছে. এছাড়াও আপনি নির্দেশ করছেন যে বিশেষজ্ঞ লেখকদের মতামত আপনার অনুমিত সিদ্ধান্ত (হাইপোথিসিস) সমর্থন করছে, এটি আপনার কাজের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়।

এছাড়াও সঠিক রেফারেন্স পাঠককে আপনার রেফারেন্স ফলো-আপ করার এবং আপনার আর্গুমেন্টের বৈধতা পরীক্ষা করার অনুমতি দেয়, এটি একাডেমিক প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে জবাবদিহিতা বাড়ায়।

গ্রন্থপঞ্জি (বিবলিওগ্রাফি) কী?

গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা করার সময় যেসব উল্লেখিত বা অনুল্লেখিত তথ্য-উৎস ব্যবহার করা হয় সেগুলোর একটি তালিকাকে গ্রন্থপঞ্জী (বিবলিওগ্রাফি) বলা হয়। সাধারণত একটি বিবলিওগ্রাফিতে যা অন্তর্ভুক্ত হয় তা হলো–

- লেখকের নাম;
- কাজের শিরোনাম;
- প্রকাশকের নাম, ঠিকানা ও প্রকাশের সন;
- ভলিউম নম্বর ও পৃষ্ঠা নম্বর (জার্ণাল, ম্যাগাজিন ইত্যাদির ক্ষেত্রে)।

বিবলিওগ্রাফি ও এনোটেড বিবলিওগ্রাফি

বিবলিওগ্রাফি ও এনোটেড বিবলিওগ্রাফির মধ্যে শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। এনোটেড বিবলিওগ্রাফির বেলায় তথ্য উৎসের কন্টেন্ট, গুণমান এবং উপযোগিতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবলিওগ্রাফির সাথে সংযোজন করা হয়, এছাড়া আর তেমন কোন পার্থক্য নেই। অন্যদিকে বিবলিওগ্রাফি ও রেফারেন্স লিস্টের মধ্যে পার্থক্য হলো, রেফারেন্স লিস্ট গঠিত হয় শুধুমাত্র ঐ সব তথ্য-উৎস নিয়ে যেগুলো আসলে নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, আর বিবলিওগ্রাফি গঠিত হয় উল্লেখিত বা অনুল্লেখিত সকল তথ্য-উৎস নিয়ে।

রচনা চুরি (Plagiarism) কী?

অন্য কারো কাজের অনুলিপি করা বা অন্য কারো মূল ধারণা হতে ধার করাকে অনেকে রচনা চুরি বলে মনে করে। কিন্তু "অনুলিপি করা" এবং "ধার করা" শব্দ দিয়ে অপরাধের গুরুত্ব প্রকাশ পায় না–

মেরিয়াম-ওয়েবস্টার অভিধান মতে, রচনা চুরি মানে হলো:

- অন্য কারো ধারণা বা শব্দ চুরি করা এবং নিজের বলে চালিয়ে দেয়া।
- প্রস্তুতকারী সোর্সকে কোন স্বীকৃতি বা কৃতিত্ব না দিয়ে তার সৃষ্ট বিষয় ব্যবহার করা।
- সাহিত্য চুরি করা।
- বিদ্যমান কোন উৎস থেকে উদ্ভূত ধারণা বা পণ্যকে নতুন এবং মৌলিক বলে উপস্থাপন করা।

রচনা চুরি একটি জালিয়াতির কাজ। কারণ এটা অন্য কারো কাজ চুরি করা এবং পরে এটি সম্পর্কে মিথ্যা বলা উভয়ের সাথে জড়িত। বর্তমানে মূল ধারণা প্রকাশকে বুদ্ধি বৃত্তিক সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয় এবং আইন অনুযায়ী তা কপিরাইট আইন দ্বারা মূল উদ্ভাবনের মত সুরক্ষিত বলে মনে করা হয়। প্রায় সকল ধরনের অভিব্যক্তির প্রকাশ কপিরাইট সুরক্ষার আওতায় পড়ে যতদিন পর্যন্ত সেগুলো কোনো ভাবে রেকর্ড করা থাকে (যেমন– একটি বই বা একটি কম্পিউটার ফাইল রেকর্ড করা থাকে)। নিম্নলিখিত সবগুলোই রচনা চুরি হিসেবে বিবেচনা করা হয়–

- অন্য কারো কাজকে নিজের কাজে রপান্তর করা।
- কোন স্বীকৃতি বা ক্রেডিট প্রদান না করে অন্য কারো শব্দ বা ধারণা কপি করা।

- কারো উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি চিহ্ন না দেওয়া।
- একটি উদ্ধৃতির উৎস সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়া।
- শব্দ পরিবর্তন করা কিন্তু স্বীকৃতি বা ক্রেডিট প্রদান ছাড়া মুল উৎসের বাক্য কপি করা।

রচনা চুরি প্রতিরোধ

সূত্র উদ্ধৃত করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রচনা চুরি এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। রচনা চুরি প্রতিরোধ করার জন্য কেবল এটুকু স্বীকার করাই যথেষ্ট যে কিছু উপাদান ধার করা হয়েছে এবং সেগুলোর উৎস খুঁজে পেতে পাঠক/শ্রোতাকে যথাযথ তথ্য প্রদান করা, অর্থাৎ রেফারেন্স উল্লেখ করা ও নিবন্ধের শেষে বিবলিওগ্রাফি সংযোজন করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বিবলিওগ্রাফিতে কোনটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়?
   ক. কাজের শিরোনাম খ. কাজের উদ্দেশ্য
   গ. কাজের বিবরণ ঘ. কাজের সার-সংক্ষেপ

২. কোনটি পাঠককে মূল উৎস খুঁজে পেতে সাহায্য করে?
   ক. পৃষ্ঠা নম্বর খ. উদ্ধৃতি
   গ. ফাইল ঘ. রেফারেন্স

৩. কারো উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি চিহ্ন না দেওয়াকে কী বলা হয়?
   ক. অনুল্লেখিত খ. বিবলিওগ্রাফি
   গ. রচনা চুরি ঘ. সংশ্লেষণ

৪. কোনটি রচনা চুরি?
   ক. অন্য কারো ধারণা নিজের বলে চালিয়ে দেয়া খ. প্রস্তুতকারী বা সোর্সকে কোন স্বীকৃতি না দেওয়া
   গ. বিদ্যমান কোন ধারণাকে মৌলিক বলে উপস্থাপন করা ঘ. উপরের সবগুলো

সঠিক উত্তরঃ ১। ক; ২। ঘ; ৩। গ; ৪। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রেফারেন্সিং প্রয়োজন কেন?
২. বিবলিওগ্রাফি ও এনোটেড বিবলিওগ্রাফির মধ্যে পার্থক্য কী?
৩. সাহিত্য পর্যালোচনার সময় কোন কাজগুলোকে রচনা চুরি বলা হয়?
৪. রচনা চুরি প্রতিরোধ করার উপায় কী?

রচনামুলক প্রশ্ন

১. রেফারেন্সিং-এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উল্লেখ করুন।
২. গ্রন্থপঞ্জি (বিবলিওগ্রাফি) কী? গ্রন্থপঞ্জিতে কোন বিষয়গুলোর উল্লেখ থাকে?

পাঠ ৩.৫ APA রীতি অনুসরণে তথ্যসূত্র উল্লেখকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষ হলে আপনি–

- APA রেফারেন্সিং এর প্রধান বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- এক বা একাধিক লেখকের কাজ থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার নিয়ম বলতে পারবেন;
- রেফারেন্স তালিকা প্রণয়নের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম বলতে পারবেন;
- রেফারেন্স তালিকায় কিভাবে লেখক ও বইয়ের নাম উল্লেখ করতে হয় তা বলতে পারবেন এবং
- রেফারেন্স তালিকায় কিভাবে জার্ণালের নাম উল্লেখ করতে হয় তা বলতে পারবেন।

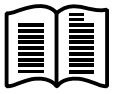

APA রেফারেন্সিং কী?

গবেষণা নিবন্ধ লেখার জন্য বিভিন্ন রেফারেন্সিং স্টাইল বা শৈলীর ব্যবহার রয়েছে। কোন বিশেষ শৈলী্র ব্যবহার গবেষকের শিক্ষা-শৃঙ্খলা, বিশ্ববিদ্যালয় বা তার অধ্যাপক/ প্রকাশকের পছন্দের উপর নির্ভর করে। তবে এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে সঠিক শৈলী ব্যবহার করা হচ্ছে।

APA রেফারেন্সিং স্টাইল বিশ্বজুড়ে বিপুলসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের পছন্দের রেফারেন্সিং স্টাইল। APA শৈলী একটি লেখক-তারিখ ভিত্তিক রেফারেন্সিং শৈলী। এটি প্রধানত মনোবিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হলেও পরে অন্যান্য শিক্ষা-শৃঙ্খলা দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

APA শৈলীর দুটি প্রধান ভাগ রয়েছে --- (১) ডকুমেন্টের মধ্যে যথাযথ স্থানে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি প্রদান এবং (২) ডকুমেন্টের শেষে বিস্তারিত রেফারেন্স তালিকা প্রদান।

১. মূলপাঠের মধ্যে (ইন-টেক্সট)উদ্ধৃতি:

APA পদ্ধতিতে লেখক-তারিখ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। লেখকের বংশ নাম বা পদবি ও প্রকাশনার তারিখ টেক্সটের মধ্যে উপযুক্ত স্থানে উদ্ধৃত করা হয়।

একটি উৎসকে রেফারেন্সিং বা সংক্ষেপিত করার সময় লেখক ও বছর উল্লেখ করতে হয়। একটি নির্দিষ্ট প্যাসেজ উদ্ধৃত বা সংক্ষেপিত করার বেলায় নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা অথবা অনুচ্ছেদ নম্বরও সেইসাথে উল্লেখ করতে হয়।

উদাহরণ:
(ক) এক লেখকের কাজ:

এক প্রতিফলন অনুশীলন গবেষণায় (পিটার্স, ১৯৯১) দেখা যায় যে.....
অথবা, পিটার্স (১৯৯১) এর প্রতিফলন অনুশীলন গবেষণায়দেখা যায় যে.....
অথবা, ১৯৯১ সালে পিটার্স- এর প্রতিফলন অনুশীলন গবেষণায় দেখা যায় যে.....

(খ) একাধিক লেখকের কাজ:

কোন কাজ ২ জন লেখকের হলে টেক্সটে যতবার কাজটিকে নির্দেশ করা হবে প্রতিবার উভয়ের নাম উল্লেখ করতে হবে।

একটি কাজ ৩ থেকে ৫ জনের হলে, প্রথমবার নির্দেশ করার সময় সকলের নাম উদ্ধৃত করতে হবে, পরবর্তীতে শুধুমাত্র প্রথম লেখকের নামের পরে et al লিখে উদ্ধৃত করতে হবে।

উদাহরণ:
প্রথমবার সব লেখকের নাম: সরকার, রহিম ও হক (২০০৩) কোর্স ম্যাটেরিয়াল উন্নয়ন প্রসংগে বলেন যে ...
পরবর্তীতে প্রত্যেক বার শুধুমাত্র প্রথম লেখকের নামের পরে et al, যেমন- সরকার et al(২০০৩) বলেন যে --

কোন উদ্ধৃতি সরাসরি কোট করার সময় যদি উদ্ধৃতিটি ৪০ শব্দের কম হয়, তাহলে তা কোটেশন চিহ্ন দিয়ে টেক্সটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সরাসরি উদ্ধৃতিটি যদি ৪০ শব্দের বেশি হয় তাহলে উদ্ধৃতিটিকে একটি আলাদা ব্লকের মধ্যে স্থাপন করতে হবে, কোন উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে না।

২. মূলপাঠ শেষে রেফারেন্স তালিকা

কোন গবেষণা পত্রে উদ্ধৃত সমস্ত রেফারেন্স বা তথ্য উৎস (অর্থাৎ পুস্তক, জার্ণাল, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ইত্যাদি) রিপোর্টের শেষাংশে একটি পৃথক পৃষ্ঠায় "তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স তালিকা" শিরোনাম দিয়ে সংযোজন করা প্রয়োজন। যেসব পাঠক গবেষণা নিবন্ধটি পাঠ করছেন রেফারেন্স তালিকা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য অথবা উৎস খুজে পেতে বা শনাক্ত করতে সাহায্য করে। একটি নির্ভুল ও সঠিকভাবে প্রস্তুতকৃত রেফারেন্স তালিকা গবেষণা কাজের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়।

৩. রেফারেন্স তালিকা প্রণয়নের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম

- রেফারেন্স তালিকা লেখকদের বংশ নাম বা পদবির আদ্যাক্ষর অনুক্রমে সাজানো হয়.
- যদি একই লেখকের একাধিক কাজ থাকে তবে তাদের প্রকাশনার তারিখ অনুযায়ী প্রাচীনতম থেকে নবীনতম ক্রমে সাজাতে হবে (সুতরাং 2004-এর প্রকাশনা 2008-এর আগে প্রদর্শিত হবে)।
- যদি কোন লেখক না থাকে তবে লেখার শিরোনাম লেখকের স্থানে চলে আসবে এবং এন্ট্রি দিতে হবে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শব্দের আদ্যাক্ষর দিয়ে।
- ইংরেজিতে একাধিক লেখকের উৎস তালিকা করতে "and„ না লিখে "&„ লিখুন.
- শুধুমাত্র শিরোনামের (এবং উপ-শিরোনামের) প্রথম শব্দ বড় হরফে লিখুন, সাথে ঐসব শব্দগুলোও যেগুলো সাধারণত Capitalise করা হয়।
- বইয়ের শিরোনাম, জার্নাল / সিরিয়ালের শিরোনাম ও ওয়েব নথির শিরোনাম Italicise করুন.

সাধারণত রেফারেন্স তালিকায় লেখকের নাম, প্রকাশের তারিখ, শিরোনাম এবং প্রকাশনা তথ্যাবলির উল্লেখ থাকা উচিত। জার্ণালের বেলায় ইস্যু নম্বর ও পৃষ্ঠা নম্বর অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

৪. রেফারেন্স তালিকার উদাহরণ

বইঃ

আলী, মোবাশ্বের (২০০৮). *বঙ্কিম চন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যকৃতি.* প্যারীদাস রোড, ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

ইসলাম, মোঃ তবারক উল (১৯৯৯), *তুলনামূলক শিক্ষা.* গাজীপুরঃ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষ, অরুন (১৯৮৩). *শিক্ষা বিজ্ঞানের মূলতত্ব*, কলিকাতা: এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজেস

Best, J. W & Kahn, J. V. (2006). *Research in Education.* New Delhi: Prentice Hall

Creswell, J. W.(2008). *Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Qualitative and Quantitative Research*. New Jersey: Merill Prentice Hall

Gregory, G., & Parry, T. (2006). *Designing brain-compatible learning* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin.

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). *The guide to everything and then some more stuff.* New York, NY: Macmillan.

(দ্রষ্টব্য: লেখকদের বংশ নাম বা পদবি যেমন আলী, ইসলাম,ঘোষ ইত্যাদির আদ্যাক্ষর অনুক্রমে বইগুলো সাজানো হয়েছে। বইয়ের নাম italic অক্ষর স্টাইলে লেখা হয়েছে।)

জার্ণালঃ

মৃধা, এস. (২০০০). বাংলাদেশের নদ-নদীগুলোর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত. *নদী.* ভলিউম-৩, পৃ: ৩৩-৮০

হোসেন, এম. (২০০৯). যুগের বাস্তবতায় শিক্ষাবিদ বেগম রোকেয়া. *শিক্ষাচিন্তা*, ভলিউম-১, পৃ: ৯১-৯৮

সরকার, ম. আ. হো; রহিম, ম. আ. র. এবং হক, ম. স.(২০০০). দূর ও উন্মুক্ত শিক্ষার কোর্স ম্যাটেরিয়াল উন্নয়নের কলাকৌশল, *জার্ণাল অব টিচার এডুকেশন, স্কুল অব এডুকেশন, বাউবি*, ভলিউম-১, পৃ: ৫৫-৬৬

Becker, L. J. & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. *Journal of Social Issues*, *37*(2), 1-7.

Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind's eye. *Memory & Cognition*, *3*, 635-647.

(দ্রষ্টব্যঃ জার্ণালের নাম italic অক্ষর স্টাইলে লেখা হয়েছে এবং ভলিউম নং ও পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করা হয়েছে)

Online Newspaper Articles:

Becker, E. (2001, August 27). Prairie farmers reap conservation's rewards. *The New York Times*. Retrieved from http://www.nytimes.com

Encyclopedia Articles:

Brislin, R. W. (1984). Cross-cultural psychology. In R. J. Corsini (Ed.), *Encyclopedia of psychology* (Vol. 1, pp. 319-327). New York, NY: Wiley.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি সত্য?

APA রেফারেন্সিং হল–

ক. লেখক-তারিখ ভিত্তিক রেফারেন্সিং স্টাইল
খ. মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক রেফারেন্সিং স্টাইল
গ. বইভিত্তিক রেফারেন্সিং স্টাইল
ঘ. জার্ণালভিত্তিক রেফারেন্সিং স্টাইল

২। সরাসরি কোট করার সময় কখন কোটেশন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়?

ক. উদ্ধৃতিটি ৩০ শব্দের কম হলে
খ. উদ্ধৃতিটি ৩০ শব্দের বেশি হলে
গ. উদ্ধৃতিটি ৪০ শব্দের কম হলে
ঘ. উদ্ধৃতিটি ৪০ শব্দের বেশি হলে

৩। APA স্টাইল অনুসারে রেফারেন্স তালিকায় কোনটি Italicise হবে?

ক. ওয়েব শিরোনাম
খ. বইয়ের শিরোনাম
গ. জার্ণাল/ সিরিয়ালের শিরোনাম
ঘ. উপরের সবগুলো

সঠিক উত্তরঃ ১। ক; ২। গ; ৩। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একাধিক লেখকের কাজের উদ্ধৃতি দেয়ার পদ্ধতি উদাহরণসহ উল্লেখ করুন।
২. মূলপাঠ শেষে রেফারেন্স তালিকা সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা কী?

রচনামুলক প্রশ্ন

১. রেফারেন্স তালিকা প্রণয়নের সাধারণ নিয়মগুলো উল্লেখ করুন।
২. রেফারেন্স তালিকায় লেখক সহ বইয়ের তালিকা কিভাবে সংযোজন করতে হয় তা উদাহরণসহ উল্লেখ করুন।